কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে গৃহবধূর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে মারা গেলেন শিরিনা খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধূ। আজ সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বনবিভাগ পাড়ায়। সে ওই এলাকার রমজান আলীর স্ত্রী।

হাসানের পিতা মনির হোসেন জানান,কোটচাঁদপুর বন বিভাগ পাড়ার বাসিন্দা আমরা। শিরিনা খাতুন রমজান আলী স্ত্রী। সে আমার ছেলে হাসান, কেক ফ্যাক্টরির মালিক আব্দুস সালামের মেয়ে মিম ও তাঁর ছেলে হাবিবুর রহমানের জন্য প্রতিদিন টিফিন নিয়ে যেতেন বিদ্যালয়ে। সোমবার দুপুরে আমার ও তাঁর ছেলের জন্য টিফিন নিয়ে মিমের টিফিন নিতে তাদের বাড়িতে গিয়েছেলেন। এ সময় ওই বাড়িতে থাকা কেক ফ্যাক্টরির ফিতায় আটকে যায় তাঁর কাপড়। এতে করে সে গুরুতর আহত হন। এ সময় ফ্যাক্টরির মালিক সহ স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুর রহিম মরা দেহের সুরতহাল রিপোর্ট করেছেন। এরপর মরা দেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের

মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎষ্পৃষ্ট হয়ে আজমল হোসেন (১৩) নামেষষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আজমল হোসেন দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের ফারাকপুর গ্রামের সাদ্দাম হোসেনের ছেলে এবং সে তারাগুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

নিহত স্কুলছাত্রের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বিকেলের দিকে নিজ বাড়ির গোসলখানায় গোসল করার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ দিতে গিয়ে সে বিদ্যুৎষ্পৃষ্ট হয়। এসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

এবিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তৌহিদুল হাসান তুহিন জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চিকিৎসা নিতে আসা এক স্কুলছাত্র চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি মো. আরিফুর রহমান বলেন, বিদ্যুৎষ্পৃষ্ট হয়ে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনা তিনি শুনেছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ অবহিত করেননি। বিষয়টি জানানো হলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কৃষকদল

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হরিণাকুন্ডু উপজেলা জামায়াতের আমির বাবুল হোসেন জামায়াতের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, “ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে একই পরিবারের সদ্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এক পর্যায়ে নিহত আবুল কাশেম তারই চাচা নাজের মন্ডলের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্ত এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে কোন ভাবেই জামায়াত জড়িত নয়।”

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, ফেসবুকে লেখালেখি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে বলে শুনেছি। আমি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা করেছি। চাচাতো ভাইদের মাঝে মারামারি হয়েছে, এমনটা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অজ্ঞাত বৃদ্ধের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৮ মার্চ) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গাংনী- মেহেরপুর সড়কের পোড়াপাড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী পোড়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমান জানান, অজ্ঞাত ওই বৃদ্ধ রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়াডোব এলাকা থেকে গাংনীমুখী দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১১টার পর তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ফিরোজ আহমেদ জানান, নিহত বৃদ্ধ প্রায় দেড় বছর ধরে পোড়াপাড়া বাজারের বিভিন্ন দোকানের সামনে অবস্থান

করতেন। স্থানীয়দের দেওয়া খাবার খেয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. এম কে রেজা ও ইশতিয়াক আহমেদ মাসুম জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকা ওই বৃদ্ধ পরে মারা যান।

এ বিষয়ে গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার বলেন, নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেল চালককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের একটি পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, মাইলমারী গ্রামের ভ্যান চালক আকাশ আলীর ৪ বছর বয়সী শিশু পুত্র ইউসুফ আলী এবং তার প্রতিবেশী আব্বাস আলীর ৩ বছর বয়সী শিশু পুত্র আদিব হোসেন একসাথে খেলছিল।

বাড়ির মধ্যে খেলতে খেলতে পরিবারের অগোচরে পার্শ্ববর্তী পুকুরে চলে যায় তারা। পরিবারের লোকজন তাদেরকে খুঁজে না পেয়ে পুকুরে সন্ধান চালায়। এক পর্যায়ে পুকুর থেকে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে দায়িত্বরত ডাঃ ফারুক আহম্মেদ জানান, হাসপাতালে পৌঁছুনোর আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ পরিবারের সদস্যর কাছে হস্তান্তর করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ঝিনাইদহে লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর লাশ নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। অন্যদিকে স্ট্রোকে মৃত্যুর দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ সদর শাখা।

শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হামদহ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, দলটির নেতাকর্মী ছাড়াও নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীকে মাথায় আঘাত করে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা ইনসাফের লেবাস পরে করে বে-ইনসাফ। ওরা একটি বেইমান মুনাফেক দল। আমরা এই ন্যাক্কারজনক হত্যার বিচার চাই।

এদিকে তরু মুন্সীর মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছে জামায়াত।

শনিবার দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা জামায়াতের থানা আমীর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মাধবপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের ইফতার মাহফিল ছিল। সেখানে বিএনপির লোকজন গিয়ে নারীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। যে কারণে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তরু মুন্সীর গায়ে কেউ আঘাত করেনি। তিনি হার্টের রোগী, তার মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেন, তরু মুন্সী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মারামারির কারণে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করেন। যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে অপ-রাজনীতি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ইফতারের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ইফতারের আয়োজন নিয়ে নারী কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মহিলা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। সেখানে রাত ৮টার দিকে মারা যান তরু মুন্সী। নিহত তরু ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন (অর্থ ও প্রশাসন) জানান, তরু মুন্সীর ছেলে শিপন মিয়া ৫১ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই মামলায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আহত বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে জামায়াতের নারী কর্মীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিলকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির সংঘর্ষে আহত বিএনপি কর্মী তরু মিয়া (৪৮) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের নারী কর্মীদের সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল পণ্ড করতে গিয়ে বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আহতদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তরু মিয়ার অবস্থা শঙ্কাপন্ন হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তরু মিয়া মারা যান।

নিহত তরু মিয়া মাধবপুর গ্রামের মৃত মনছুর আলীর ছেলে। প্রায় দুই দশক তিনি প্রবাসে ছিলেন। পাঁচ মাস আগে দেশে ফিরে এসে তার ছেলে শিপন রহমান ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা হওয়ায় তিনি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

ইউনিয়ন যুবদল নেতা আবু কালাম বলেন, “জামায়াতের হামলায় আমিসহ বিএনপির ৭ নেতা-কর্মী আহত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়। তরু মিয়া মারাত্মক আহত ছিলেন। অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তাররা তাকে ঢাকায় রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আনা হচ্ছে।”

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, “আহত তরু মিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। পুনরায় কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই কারণে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছেন। সংঘর্ষের ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঘটনায় যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”

গাংনীতে ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে চালকের মৃত্যু, সহকারী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামে একটি ইটভাটায় মাটি বহনকারী ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে গাড়িতে থাকা জহিরুল ইসলাম

(৪৫) নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় তার সহকারী সজীব (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের মৃত আব্দুল মাজিদের ছেলে। আহত সজীব একই উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পোড়াপাড়া গ্রামের ময়নালের থ্রি-স্টার ইটভাটায় মাটি ফেলে ফেরার সময় ড্রামট্রাকটি অসাবধানতাবশত ইটভাটার বৈদ্যুতিক সংযোগের মেন তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে মুহূর্তেই ট্রাকটি বিদ্যুতায়িত হয়।

বৈদ্যুতিক তারের আগুনে ঝলসে ঘটনাস্থলেই চালক জহিরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় সহকারী সজীবকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ড্রামট্রাকের মালিক কাফিরুল ইসলাম জানান, নিহত জহিরুল ইসলাম প্রায় ৫ বছর ধরে তার ড্রামট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। রাতে ইটভাটায় মাটি রেখে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত ট্রাকের ড্রাম পুরোপুরি নামানো না থাকায় সেটি বৈদ্যুতিক খুঁটির মেন তারের সঙ্গে স্পর্শ করে বিদ্যুতায়িত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে তেল নিতে গিয়ে সেলসম্যানদের পিটনিতে এক যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোটরসাইকেলের পেট্রোল নিতে গিয়ে ফিলিং ষ্টেশন কর্মচারীদের সাথে বাগ বিতন্ডার জেরে তাদের লাঠির আঘাতে মোটরসাইকেল চালক ফারদিন আহম্মেদ নিরব (২৩) নামে এক বৈষম্য বিরোধী এক ছাত্রনেতার মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার রাত পৌণে ৯টার দিকে ঝিনাইদহ-ঢাকা মহাসড়কের ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থিত তাজ ফিলিং ষ্টেশনে মারামারিতে আহত অবস্থায় নিরবকে স্থানীয়রা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

নিহত নিরব ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবার এলাকার বাদুরগাছা গ্রামের আলীমুদ্দীনের ছেলে।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সব্যসাচী পাল সুমন বলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় নিরব নামে এক রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার মাথার পিছনে ফোলা যখম ছিল। হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় তার হালকা পালস পাওয়া গিয়েছিল। রাত ৯:২৫ মিনিটে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করা হয়। আন্তঃ রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই ছেলে দুজন বন্ধুসহ মোটরসাইকেলে তেল নিতে গেলে পাম্পের সেলসম্যানেরা তাকে তেল দেয়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেলসম্যানেরা বোতলে তেল ভরছিল। সেটা দেখে আবারও পাম্পে যেয়ে বোতলে তেল ভরা ও মোটরসাইকেলে তেল না দেওয়ার কারণ জানতে জিজ্ঞাসা করলে সেলসম্যানদের সাথে বাগ-বিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাকে বাশের লাঠি দিয়ে মারা শুরু করে। পরে সে লুটিয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় ব্যক্তি ও বন্ধুরা।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন বলেন, ফরদিন আহমেম্দ নিরব নামের ছেলেটি টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং

ষ্টেশনে মোটরসাইকেলের তেল নিতে গেলে ফিলিং ষ্টেশনের সেলস ম্যানদের সাথে হট্টগোল বাধে। একপর্যায়ে সেলসম্যানেরা তাকে পিটিয়ে আহত করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যায়। আমি ফিলিং ষ্টেশনে পরিদর্শন করেছি। তাজ ফিলিং ষ্টেশনের ৩জন সেলসম্যানকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নিহতের পুরো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এর আগে শনিবার দুপুর থেকেই ঝিনাইদহের ৩৩টি ফিলিং ষ্টেশনের মধ্যে প্রায় ২৮টিতে তেল বিক্রি বন্ধ করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা শহর ঘেষা মাত্র ২টি ফিলিং ষ্টেশনে সীমিত পরিমাণে তেল বিক্রি চালু ছিল।

নিহতের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিৎ করে ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান বলেন, আন্দোলনের সময় নিরব প্রথম সারিতে সক্রিয় ছিল। তার বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার এলাকায়। বর্তমানে শহরের আদর্শ পাড়ার বকুলতলা এলাকার একটি মেসে থাকতো।

ঝিনাইদহের সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার সোহাগ আলীর পিতার মৃত্যু

ঝিনাইদহে সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সোহাগ আলীর পিতা জোয়াদ আলী শেখ
(৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যাধি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। গতকাল সোমবার বাদ মাগরিব মরহুমের নিজ গ্রাম ঝিনাইদহ জেলার

শৈলকুপা উপজেলার কাচেঁরকোল উত্তর মির্জাপুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে ঈদগাহ কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন করা হবে।

সোহাগ আলীর পিতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সহ-সভাপতি এম রবিউল ইসলাম রবি, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চ্যানেল-২৪ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, সাবেক সভাপতি ও একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি এম রায়হান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এসএটিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি নিজাম জোয়াদ্দার বাবলু, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বিমল কুমার সাহা, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ এবং দৈনিক কালবেলার জেলা মাল্টিমিডিয়া প্রতিনিধি শেখ ইমন সহ অন্যান্যরা। এক শোকবার্তায় তারা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।